রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ২, ১৯৯০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

পার্বত্য জেলা অনুবিভাগ

শাখা-পাজে-১

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৯৭/১লা জুলাই, ১৯৯০

নং এস, আর, ও ২৬০-আইন/১০/পাজে-১—খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০) এর ৬৮ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেনঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**— এই বিধিমালা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (আপীল) বিধিমালা, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আপীল কর্তৃপক্ষ" বলিতে সরকারকে বুঝাইবে ;

(খ) "আইন" বলিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০) কে বুঝাইবে;

(গ) "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" বলিতে আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থানীয় তদন্ত সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

মূল্যঃ ৬০ পয়সা

(ঘ) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০) এর ২ ধারায় যেই অর্থ বুঝানো হইয়াছে, সেই একই অর্থ বহন করিবে।

৩। কখন এবং কাহার নিকট আপীল করিতে হইবে।—এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালায় ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধি বলে পরিষদ বা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে ঐ আদেশ জারী হইবার এক মাসের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আদেশটির বিরুদ্ধে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

৪। আপীল দায়েরের পদ্ধতি।—আপীলটি অবশ্যই লিখিত আকারে দায়ের করিতে হইবে, যাহাতে বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকিবে এবং যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে তাহার একটি সত্যায়িত নকল সংযুক্ত করিতে হইবে। লিখিত আপীলটি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাইতে হইবে।

৫। কোর্ট ফি।—আপীলের দরখাস্তটিতে ১০ (দশ) টাকা মূল্যের কোর্ট ফি লাগাইতে হইবে।

৬। আপীল নিষ্পত্তি।—(১) আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল প্রাপ্তির পর পরিষদ অথবা ইহার চেয়ারম্যানের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট নথি, রেকর্ড পত্র ও তথ্যাদি তলব করিবেন।

(২) তলবকৃত নথি, রেকর্ড পত্র ও তথ্যাদি প্রাপ্তির পর আপীল কর্তৃপক্ষ সেইগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং প্রয়োজন মনে করিলে বিষয়টি তদন্তের জন্য একজন কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া তাহার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আপীলটি নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। আপীলকারীর অধিকার।—আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীলের শুনানীকালে অথবা কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুষ্ঠিত কোন স্থানীয় তদন্ত অনুষ্ঠানকালে আপীলকারী নিজে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন অথবা ইচ্ছা করিলে তাহার নিযুক্ত কোন আইনজীবী তাহার প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন।

৮। পরিষদ ও আপীলকারীর নিকট আদেশ জ্ঞাপন।—আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীলের উপর প্রদত্ত আদেশের সত্যায়িত অনুলিপি পরিষদ এবং আপীলকারীকে অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

৯। রহিতকরণ।—পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের ক্ষেত্রে Local Councils Appeal Rules, 1960 এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু হেনা

সচিব।

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৯৭/১লা জুলাই, ১৯৯০

নং এস, আর, ও ২৬১-আইন/৯০/পাজে-১—রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯) এর ৬৮ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেনঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।—এই বিধিমালা রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (আপীল) বিধিমালা, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আপীল কর্তৃপক্ষ" বলিতে সরকারকে বুঝাইবে ;

(খ) "আইন" বলিতে রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯) কে বুঝাইবে;

(গ) "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" বলিতে আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থানীয় তদন্ত সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(ঘ) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহ রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯) এর ২ ধারায় যেই অর্থ বুঝানো হইয়াছে, সেই একই অর্থ বহন করিবে।

৩। কখন এবং কাহার নিকট আপীল করিতে হইবে।—এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালায় ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধি বলে পরিষদ বা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে ঐ আদেশ জারী হইবার এক মাসের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আদেশটির বিরুদ্ধে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

৪। আপীল দায়েরের পদ্ধতি।—আপীলটি অবশ্যই লিখিত আকারে দায়ের করিতে হইবে, যাহাতে বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকিবে এবং যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে তাহার একটি সত্যায়িত নকল সংযুক্ত করিতে হইবে। লিখিত আপীলটি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছাইতে হইবে।

৫। কোর্ট ফি।—আপীলের দরখাস্তটিতে ১০ (দশ) টাকা মূল্যের কোর্ট ফি লাগাইতে হইবে।

৬। আপীল নিষ্পত্তি।—(১) আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল প্রাপ্তির পর পরিষদ অথবা ইহার চেয়ারম্যানের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট নথি, রেকর্ড পত্র ও তথ্যাদি তলব করিবেন।

(২) তলবকৃত নথি, রেকর্ড পত্র ও তথ্যাদি প্রাপ্তির পর আপীল কর্তৃপক্ষ সেইগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং প্রয়োজন মনে করিলে বিষয়টি তদন্তের জন্য একজন কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া তাহার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আপীলটি নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। **আপীলকারীর অধিকার।**—আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীলের শুনানীকালে অথবা কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুষ্ঠিত কোন স্থানীয় তদন্ত অনুষ্ঠানকালে আপীলকারী নিজে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন অথবা ইচ্ছা করিলে তাহার নিযুক্ত কোন আইনজীবী তাহার প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন।

৮। **পরিষদ ও আপীলকারীর নিকট আদেশ জ্ঞাপন।**—আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীলের উপর প্রদত্ত আদেশের সত্যায়িত অনুলিপি পরিষদ এবং আপীলকারীকে অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

৯। **রহিতকরণ।**—পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের ক্ষেত্রে Local Councils Appeal Rules, 1960 এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু হেনা
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৯৭/১লা জুলাই, ১৯৯০

নং এস, আর, ও ২৬২-আইন/৯০/পাজে-১—বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১) এর ৬৮ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেনঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**—এই বিধিমালা বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (আপীল) বিধিমালা, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আপীল কর্তৃপক্ষ" বলিতে সরকারকে বুঝাইবে ;

(খ) "আইন" বলিতে বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১) কে বুঝাইবে;

(গ) "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" বলিতে আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থানীয় তদন্ত সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;

(ঘ) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহ বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১) এর ২ ধারায় যেই অর্থ বুঝানো হইয়াছে, সেই একই অর্থ বহন করিবে।

৩। **কখন এবং কাহার নিকট আপীল করিতে হইবে।**—এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালায় ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধি বলে পরিষদ বা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে ঐ আদেশ জারী হইবার এক মাসের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আদেশটির বিরুদ্ধে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

৪। **আপীল দায়েরের পদ্ধতি।**—আপীলটি অবশ্যই লিখিত আকারে দায়ের করিতে হইবে, যাহাতে বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকিবে এবং যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে তাহার একটি সত্যায়িত নকল সংযুক্ত করিতে হইবে। লিখিত আপীলটি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাইতে হইবে।

৫। **কোর্ট ফি।**—আপীলের দরখাস্তটিতে ১০ (দশ) টাকা মূল্যের কোর্ট ফি লাগাইতে হইবে।

৬। **আপীল নিষ্পত্তি।**—(১) আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল প্রাপ্তির পর পরিষদ অথবা ইহার চেয়ারম্যানের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট নথি, রেকর্ড পত্র ও তথ্যাদি তলব করিবেন।

(২) তলবকৃত নথি, রেকর্ড পত্র ও তথ্যাদি প্রাপ্তির পর আপীল কর্তৃপক্ষ সেইগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং প্রয়োজন মনে করিলে বিষয়টি তদন্তের জন্য একজন কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া তাহার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আপীলটি নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। **আপীলকারীর অধিকার।**—আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীলের শুনানীকালে অথবা কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুষ্ঠিত কোন স্থানীয় তদন্ত অনুষ্ঠানকালে আপীলকারী নিজে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন অথবা ইচ্ছা করিলে তাহার নিযুক্ত কোন আইনজীবী তাহার প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন।

৮। **পরিষদ ও আপীলকারীর নিকট আদেশ জ্ঞাপন।**—আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীলের উপর প্রদত্ত আদেশের সত্যায়িত অনুলিপি পরিষদ এবং আপীলকারীকে অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

৯। **রহিতকরণ।**—পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের ক্ষেত্রে Local Councils Appeal Rules, 1960 এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবু হেনা
সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার যাহ্‌কুজ্জাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।